মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্র রায়ের কবিকৃতিত্ব

অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর মার্জিত রুচি ও বিদগ্ধ সারস্বত সাধক। তাঁর রচনার কোনো কোনো অংশ আধুনিক রুচির নিকট কিছু আপত্তিকর মনে হলেও কবি অসাধারণ শব্দমন্ত্রে, তীর্যক বাক্‌ভঙ্গিমায়, সরস হাস্যপরিহাসে এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে যে বিচিত্র নাগরিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভিনব প্রয়াস। তিনি অবশ্য মধ্যযুগীয় ধারা অনুসরন করে মঙ্গলকাব্যেরই অনুবর্তন করেছেন, তবুও তার মধ্যে গ্রাম্যীন-স্থূলতার চেয়ে নাগরিক সূক্ষ্মতার অধিক পরিচয় মেলে।

ড. সুকুমার সেনের মতে, ১৭১২ খ্রি: হাওড়া জেলার ভূরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র রায়ের জন্ম হয়। দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থেকে তিনি সংস্কৃত ও ফার্সী শিক্ষাগ্রহণ করেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনায় বিশেষ কাজে আসে। ভারতচন্দ্র রায়ের রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম হল: ১) সত্যনারায়ণের পাঁচালী (১৭৩৭ খ্রি:) ২) রসমঞ্জরী (১৭৪৯) → প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র,

Scanned with CamScanner

৩) অন্নদামঙ্গল (১৭৫২), ৪) গঙ্গাষ্টক ও নাগাষ্টক (কিছু সংস্কৃত রচনা)।

মধ্যযুগে দেবদেবী ছাড়া কাব্য হত না, মানুষের কথা ছিল বটে, কিন্তু সে মানুষেরা বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় — তারাও শাপভ্রষ্ট দেবকুমার-কুমারী অথবা দেবকৃপাধীন ভক্ত, কিন্তু বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, রঙ্গরহস্য, আলো-আঁধার ভারতচন্দ্রের ছত্রে ছত্রে কবিতাগুলির মধ্যে একটা বিচিত্র বুলছায়া আলো নিক্ষেপ করেছে।

ভারতচন্দ্র রায় অমর হয়ে রয়েছেন তাঁর 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের জন্য। "ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে" — অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিনটি অংশ — ১. অন্নদামঙ্গল ২. বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল ৩. অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ।

অন্নদামঙ্গল পুরোপুরি পৌরানিক ছাঁদের মঙ্গলকাব্য হলেও এতে বাস্তব বাংলাদেশের সমাজ ও মানুষের ছবি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। প্রথম উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ, ও উমারূপে জন্মলাভ, শিবের সঙ্গে বিবাহ, এবং সংসারধর্ম পালন, কাশীপ্রতিষ্ঠা পৌরানিক কাহিনি বর্নিত। তারপর হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, এটি অন্নদামঙ্গ

দ্বিতীয় অংশে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রনয়োপাখ্যান, মানসিংহ, প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ, ভবানন্দ প্রসঙ্গ।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় অংক মানসিংহ পালাতে, মানসিংহের যশোর আগমন, দেবীর অনুগ্রহে ভবানন্দের সাহায্যে প্রতাপাদিত্যের পরাজয়, ভবানন্দের দিল্লী গমন।

প্রকাশভঙ্গি ও কবিকল্পনার দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতচন্দ্রের কাব্যে — শব্দকৌশল, চিত্রকৌশল, এবং ভাবকৌশল — এই তিনটির সংমিশ্রণ লক্ষ করা যাবে। ভারতচন্দ্র নিষ্ঠাবান শব্দকুশলী কবি। ছন্দের পারিপাট্যে, বাগ্-ব্যবহারের চটকে ভারতচন্দ্রের রচনা সেকালের শব্দশিল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন — "রাজসভাকবি রায়গুনাকরের অন্নদামঙ্গলের গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য"।

সংস্কৃত - বাংলা - ফার্সী - হিন্দুস্থানী — এই চারটি ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দচয়নসামর্থ্য কম কবিরই দেখা গিয়েছে। ভারতচন্দ্র বাংলাভাষাকে নাগরিক ও মনঃপ্রধান করে তুলেছেন, ভাবাবেগে-আর্দ্র উচ্ছ্বাসের স্থলে হাস্যপরিহাসের উজ্জ্বল ও আতপ্ত অনুভূতি এনেছেন।

কাব্যের সর্বত্র দেবতাবাদ খুলায় মিশেছে, মানবতাবাদের জয়গান সূচিত হয়েছে। কাব্যে ঈশ্বরী পাটুনিকে

কবি কালজয়ী করে তুলেছেন। অন্নদা ঈশ্বরী পাটুনিকে ধন দৌলত দিতে চাইলে সে সব প্রত্যাখ্যান করে বলে ওঠে—

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে" —

মানবতাবাদের এতবড়ো বাণী উচ্চারিত হয় ভারতচন্দ্রের লেখনীতে। ভারতচন্দ্র শব্দকুশলী কবি। তাঁর কাব্যে শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, প্রবাদ প্রবচনের ছড়াছড়ি। তাঁর কাব্যের বিখ্যাত কয়েকটি প্রবাদ—

১. 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'

২. 'মিছা কথা সিঁচাজল কতক্ষন রয়,'

৩. 'বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Bengali Literature' প্রবন্ধে ভারতচন্দ্র রায়কে 'Father of Morden Bengali' বলেছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ভারতচন্দ্রের কাব্যকে 'ভাষার তাজমহল' বলে অভিহিত করেছেন।

Scanned with CamScanner

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২ - ১৭৬০)

অন্নদামঙ্গল

① 'রায়গুণাকর' উপাধি কে দেন ?

কৃষ্ণনগররাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

② 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' কে বলেছেন ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

③ পিতা ও মাতার নাম কি?

নরেন্দ্রনারায়ন রায় ও ভবানী দেবী।

④ স্ত্রী কে

নরোত্তম আচার্যের কন্যা সারদা।

⑤ পুত্র কে ?

তিন, পরীক্ষিৎ, রামতনু ও ভগবান,

⑥ অন্নদামঙ্গলের গানে সুর দেন কে ?

নীলমনি সমাদ্দার,

⑦ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থকি কি?

সত্যপীরের পাঁচালী (১৭৩৭), রসমঞ্জরী (১৭৪৯), নাগাষ্টক (১৭৫০), অন্নদামঙ্গল (১৭৫২)।

⑧ ভারতচন্দ্রের প্রথম পরিচয় কে কবে দেন?

ঈশ্বরগুপ্ত, ১৮৫৫ (কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনীবৃত্তান্ত),

⑨ ভারতচন্দ্র কার কাছে ফার্সী শেখেন ?

রামচন্দ্র মুন্সীর।

(২০) ভারতচন্দ্রের কৌলিক উপাধি কি?
মুখোপাধ্যায়।

(২১) অন্নদামঙ্গলের পালা কটি? অংশ কটি?
৮ পালা। (ক) অন্নদামঙ্গল (খ) বিদ্যাসুন্দর - কালিকামঙ্গল
(গ) মানসিংহ- অন্নপূর্ণামঙ্গল।

(২২) ভারতচন্দ্রকে 'ছন্দের রাজা' কে বলেন?
ড. সুনীতিকুমার।

(২৩) অন্নদামঙ্গলের সচিত্র সংস্করণ কে করেন।
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ১৮১৬,

(২৪) ভারতচন্দ্রকে 'Father of Modern Bengali' কে বলেছেন?
বঙ্কিমচন্দ্র, 'বেঙ্গলি ~~লিট~~ লিটারেচের' প্রবন্ধে।

(২৫) ভারতচন্দ্রের কাব্য 'ভাষার তাজমহল' কে বলেছেন?
দীনেশচন্দ্র সেন,

(২৬) ~~ভারত~~ মুনি গোঁসাই কে
ভারতচন্দ্র,

(২৭) সভাকবি হিসাবে তার বেতন কত?
৪০ টাকা।

(২৮) ভারতচন্দ্রের কোন কাব্যকে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের প্রথম গীতি কবিতা বলেছেন?
রসমঞ্জরীকে।

Scanned with CamScanner

২৭) ভবানন্দ কাকে দিয়ে দেবী অন্নদার পূজো করেন?

সম্রাট জাহাঙ্গীর।

২৮) ভারতচন্দ্র কি পুরস্কার পান?

৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব মূলাজোড় গ্রাম।

২৯) বিদ্যাসুন্দরের উৎস কি?

কাশ্মীরের কবি বিহ্লনের ~~পঞ্চ~~ পঞ্চাশিকা শ্লোক

~~চৌরপ~~ (চৌরপঞ্চাশিকা)।

৩০) অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রার কথা কোন খণ্ডে আছে?

প্রথমখণ্ড - ~~কালিক~~ অন্নদামঙ্গল।

৩১) ভারতচন্দ্রে কোন হাস্যরস দেখা যায়।

wit,

৩২) অন্নদামঙ্গল কাব্যের কোন অংশে ইতিহাসের ছোঁয়া আছে।

মানসিংহ - কালিকামঙ্গল।

৩৩) ভারতচন্দ্রের প্রথম সংস্করণ কে করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৪) প্রথম ভারতচন্দ্রের সমালোচক।

লেবেদেফ,

৩৫) অন্নদামঙ্গলের ইংরেজি অনুবাদক—

- হালহেড,

৩৬) বিদ্যাসুন্দরের ইংরেজি অনুবাদ কে করে?

গৌরদাস বৈরাগী, ১৮৭০,